سورة التكوير

সূরা তাকভীর

মক্কায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ১ রুকূ'

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا
الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ
زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الصُّحُفُ
نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَاللَّيْلِ
إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ
عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ
شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَاءَ
مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, (২) যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, (৩) যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে; (৫) যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, (৬) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৭) যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে, (৮) যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, (৯) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? (১০) যখন আমলনামা খোলা হবে

(১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, (১২) যখন জাহান্নামে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে (১৩) এবং যখন জান্নাত, সন্নিকটবর্তী হবে, (১৪) তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি উপস্থিত করেছে। (১৫) আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়, (১৬) চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, (১৭) শপথ নিশাবসান ও (১৮) প্রভাত আগমনকালের, (১৯) নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী, (২০) যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী, (২১) সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। (২২) এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। (২৩) তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। (২৪) তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না। (২৫) এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। (২৬) অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? (২৭) এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ, (২৮) তার জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়। (২৯) তোমরা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন সূর্য জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, যখন নক্ষত্র খসিত হবে, যখন পর্বতমালা চালিত হবে যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলো উপেক্ষিত হবে, যখন বন্য জন্তুরা (অস্থির হয়ে) একত্রিত হবে, যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (এই ছয়টি ঘটনা প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার সময় হবে। তখন দুনিয়া জনবসতিপূর্ণ হবে এবং শিংগা ফুঁকের ফলে এসব বিবর্তন সংঘটিত হবে। উষ্ট্রী ইত্যাদিও স্ব-স্ব অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে এবং কতকগুলো উষ্ট্রী বাচ্চা প্রসবের নিকটবর্তী হবে। এ ধরনের উষ্ট্রী আরবদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ। তারা সর্বক্ষণ এগুলোর দেখাশোনা করে। কিন্তু তখন হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কারও কোন কিছুর দিকে লক্ষ্য থাকবে না। বন্য জন্তুরাও অস্থির হয়ে একদল অপর দলের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যাবে। সমুদ্রে প্রথমে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে এবং ভূমিতে ফাটল সৃষ্টি হবে। ফলে সব মিষ্ট ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাবে। وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর উত্তাপের আতিশয্যে সব সমুদ্রের পানি অগ্নিতে পরিণত হবে। সম্ভবত প্রথমে বায়ু হয়ে পরে অগ্নি হয়ে যাবে। এরপর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর যে ছয়টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর সংঘটিত হবে। ঘটনাগুলো এই) যখন এক এক শ্রেণীর লোককে একত্র করা হবে, (কাফির আলাদা, মুসলমান আলাদা, তাদের মধ্যে এক এক তরীকার লোক আলাদা আলাদা)। যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ? (এই জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য প্রোথিতকারী নরপিশাচদের অপরাধ প্রকাশ করা) যখন আমলনামা খোলা হবে (যাতে সবাই নিজ নিজ আমল দেখে নেয়; যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ يَلْقَاهُ مَنْشُورًا) যখন আকাশ খুলে যাবে, (ফলে আকাশের উপরিস্থিত বস্তুসমূহ দৃষ্টিগোচর হবে। এছাড়া আকাশ খুলে যাওয়ার ফলে ধূম্ররাশি বর্ষিত হতে থাকবে يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ —আয়াতে

যার উল্লেখ করা হয়েছে)। যখন জাহান্নাম (আরও বেশী) প্রজ্বলিত করা হবে এবং জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে (প্রথম ফুঁক ও দ্বিতীয় ফুঁকের এসব ঘটনা যখন সংঘটিত হয়ে যাবে, তখন) প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। (এই হৃদয়বিদারক ঘটনা যখন হবে, তখন আমি অবিশ্বাসীদেরকে এর স্বরূপ বলে দিচ্ছি এবং বিশ্বাসীদেরকে এর জন্য প্রস্তুত করছি। কোরআন মেনে নিলে এবং তদনুযায়ী কাজকর্ম করলে এই উভয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। কোরআনে এর প্রমাণ এবং মুক্তির পন্থা আছে। তাই) আমি শপথ করি সেসব নক্ষত্রের, যেগুলো (সোজা চলতে চলতে) পশ্চাতে সরে যায় (অতঃপর) পশ্চাতেই (চলমান হয় এবং পশ্চাতে চলতে চলতে এক সময় উদয়াচলে) অদৃশ্য হয়ে যায়। (পাঁচটি নক্ষত্র এরূপ করে। এগুলো কখনও সোজা চলে, কখনও পশ্চাতে চলে। এরা হচ্ছে শনি, বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহ)। শপথ নিশা অবসান ও প্রভাত আগমন কালের, (অতঃপর জওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে) এই কোরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতার অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-এর আনীত কালাম, যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদাশীল, সেখানে (অর্থাৎ আকাশে) তাঁর কথা মান্য করা হয় (অর্থাৎ ফেরেশতারা তাঁকে মানে। মি'রাজের হাদীস থেকেও একথা জানা যায়। তাঁর আদেশেই ফেরেশতাগণ আকাশের দরজাসমূহ খুলে দিয়েছিল এবং তিনি) বিশ্বাসভাজন (তাই বিশুদ্ধ-ভাবে ওহী পৌঁছিয়ে দেন। অতঃপর যার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছেঃ) তোমাদের সাথী [অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যার অবস্থা তোমরা জান] উন্মাদ নন (নবুয়ত অস্বীকারকারীরা তাই বলত)। তিনি ফেরেশতাকে (আসল আকৃতিতে আকাশের) পরিষ্কার দিগন্তে দেখেছেনও (পরিষ্কার দিগন্ত অর্থ ঊর্ধ্বদিগন্ত, যা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। সূরা নজমে আছে وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى)। তিনি অদৃশ্য (অর্থাৎ ওহীর) বিষয়াদিতে কৃপণতা করেন না (অতীন্দ্রিয়বাদীরা তাই করত। তারা অর্থের বিনি-ময়ে কোন বিষয় প্রকাশ করত। এতে করে যেন বলা হয়েছে তিনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং নিজের কাজের কোন বিনিময় গ্রহণ করেন না)। এটা (অর্থাৎ কোরআন) কোন বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়। [এতে পূর্বোক্ত 'অতীন্দ্রিয়বাদী' নন কথাটি আরও জোরদার হয়ে গেছে। সারকথা এই যে, মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ নন, অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং অর্থলোভীও নন। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে চিনেনও। এই ফেরেশতাও অনুরূপ গুণ-সম্পন্ন। সুতরাং এই কোরআন অবশ্যই আল্লাহর কালাম এবং তিনি আল্লাহর রসূল (সা) উপরোক্ত শপথগুলো উদ্দিষ্ট বিষয়ের সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল। নক্ষত্রসমূহের সোজা চলা, পশ্চাৎগামী হওয়া ও অদৃশ্য হওয়া ফেরেশতার আগমন-নির্গমন ও ঊর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হওয়ার সাথে মিল রাখে এবং নিশার অবসান ও প্রভাতের আগমন কোরআনের কারণে কুফরের অন্ধকার দূরীভূত হওয়া এবং হিদায়ত জ্যোতির আগমনের অনুরূপ]। অতএব তোমরা (এ ব্যাপারে) কোথায় চলে যাচ্ছ (এবং কেন নবুয়ত অস্বীকার করছ)? এটা তো (সাধারণভাবে) বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ (এবং বিশেষভাবে) এমন ব্যক্তির জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলার ইচ্ছা করে। (কোরআন সোজা পথ বলে দেয়, এদিক

দিয়ে কোরআন সাধারণ লোকদের জন্য হিদায়ত এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়ত এই অর্থে যে, তাদেরকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়। কেউ কেউ কোরআনের উপদেশ গ্রহণ করে না, এতে কোরআন উপদেশবাণী নয় বলে সন্দেহ পোষণ করা যায় না। কেননা) রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্র অভিপ্রায়ের বাইরে তোমরা অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না (অর্থাৎ এটা উপদেশবাণী ঠিকই কিন্তু এর কার্যকারিতা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, যা কতকের জন্য হয় এবং কতকের জন্য রহস্যবশত হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ—تكوير-এর এক অর্থ জ্যোতিহীন হওয়া। হাসান বসরী (র) এই তফসীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ করাও হয়ে থাকে। রবী ইবনে খায়সাম (র) এই তফসীর করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের উত্তাপে সারা সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। এই দুই তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেওয়া হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ্ বুখারীতে আবূ হোরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কিয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। মসনদে আহমদে আছে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এই আয়াত প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত নক্ষত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, অতঃপর এর উপর প্রবল বাতাস প্রবাহিত হবে। ফলে সারা সমুদ্র অগ্নি হয়ে যাবে। এভাবে চন্দ্র, সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে—এই উভয় কথাই ঠিক হয়ে যায়। কেননা, সারা সমুদ্র তখন জাহান্নাম হয়ে যাবে।—(মাযহারী, কুরতুবী)

وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ—انكدار—এর অর্থ পতিত হওয়া। পূর্ববর্তীগণ থেকে এই তফসীরই বর্ণিত হয়েছে। আকাশের সব নক্ষত্র সমুদ্রে পতিত হবে। পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে এর বিবরণ রয়েছে।

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ—আরবের রীতি অনুযায়ী দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা বলা হয়েছে। কেননা, কোরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বিরাট ধনরূপে গণ্য হত। তারা এর দুগ্ধ ও বাচ্চার অপেক্ষা করত। ফলে একে দৃষ্টির আড়াল হতে দিত না এবং কখনও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত না।

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ—تسجير-এর অর্থ অগ্নিসংযোগ করা ও প্রজ্বলিত করা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই অর্থই নিয়েছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা। এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রথমে লোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্র একাকার করা হবে। মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেওয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমুদ্রের পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এতে নিক্ষেপ করে সমস্ত পানিকে অগ্নি তথা জাহান্নামে পরিণত করা হবে।— (মাযহারী)

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ—অর্থাৎ যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেওয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা হবে। কাফির এক জায়গায় ও মু'মিন এক জায়গায়। কাফির এবং মু'মিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিক দিয়ে কাফিরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মু'মিন-দেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, যারা ভাল হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণত আলিমগণ এক জায়গায়, ইবাদতকারী সংসারবিমুখগণ এক জায়গায়, জিহাদ-কারী গাযীগণ এক জায়গায় এবং সদ্‌কা-খয়রাতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারিগণ এক জায়গায় সমবেত হবে। এমনিভাবে মন্দ লোকদের মধ্যে চোর-ডাকাতকে এক জায়গায়, ব্যভিচা-রীকে এক জায়গায় এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশগ্রহণকারীদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির সাথে থাকবে (কিন্তু এই জাতীয়তা বংশ অথবা দেশভিত্তিক হবে না বরং কর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক হবে)। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً—আয়াতখানি পেশ করেন। অর্থাৎ হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে—১. পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের, ২. আসহাবুল ইয়ামীনের এবং (৩) আসহাবুশ শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফির পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না।

وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ—مَوْءُوْدَة—এর অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। মূর্খ আরবরা কন্যাসন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কুপ্রথার মূলোৎপাটন করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, স্বয়ং কন্যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল? উদ্দেশ্য এই যে, সে নিজের নির্দোষ ও মজলুম হওয়ার বিষয় আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করুক, যাতে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। এটাও সম্ভবপর যে, জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কে তার হত্যাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা একে কি অপরাধে হত্যা করলে?

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, কিয়ামতের নামই তো يوم الحساب (হিসাব দিবস), يوم الجزاء (প্রতিদান দিবস) ও يوم الدين (বিচার দিবস)।

এতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সব কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এ স্থলে বিশেষভাবে জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কিত প্রশ্নকে এত গুরুত্ব দেওয়ার রহস্য কি? চিন্তা করলে জানা যায় যে, এই মজলুম শিশু কন্যাকে স্বয়ং তার পিতামাতা হত্যা করেছে। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে কোন বাদী নেই; বিশেষত গোপনে হত্যা করার কারণে কেউ জানতেই পারেনি যে সাক্ষ্য দেবে। হাশরের ময়দানে যে ন্যায়বিচারের আদালত কায়েম হবে, তাতে এমন অত্যাচার ও নিপীড়নকেও সর্বসমক্ষে আনা হবে, যার কোন সাক্ষ্য নেই এবং কোন দাবীদার নেই।

চার মাস পর গর্ভপাত করা হত্যার শামিল: শিশুদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা অথবা হত্যা করা মহাপাপ ও গুরুতর জুলুম এবং চার মাসের পর গর্ভপাত করাও এই জুলুমের শামিল। কেননা, চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং সে জীবিত মানুষের মধ্যে গণ্য হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গর্ভবতী নারীর পেটে আঘাত করে, ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়, উম্মতের ঐকমত্যে তার উপর 'গুররা' ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ একটি গোলাম অথবা তার মূল্য দিতে হবে। যদি জীবিতাবস্থায় গর্ভপাত হয়, এরপর মারা যায়, তবে বয়স্ক লোকের সমান রক্তপণ দিতে হবে। একান্ত অপারকতা না হলে চার মাসের পূর্বেও গর্ভপাত করা হারাম, অবশ্য প্রথমোক্ত হারামের চেয়ে কিছুটা কম। কারণ, এটা কোন জীবিত মানুষের প্রকাশ্য হত্যা নয়।—(মাযহারী)

আজকাল দুনিয়াতে জন্মশাসনের নামে এমন পন্থা অবলম্বন করা হয়, যাতে গর্ভ সঞ্চারই হয় না। এর শত শত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) একেও وا د خفی—অর্থাৎ 'গোপনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা' আখ্যা দিয়েছেন।—(মুসলিম) অন্য কতক রেওয়ায়েতে 'আযল' তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা আছে। এতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাতে বীর্য গর্ভাশয়ে না যায়। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে নীরবতা ও নিষেধ না করা বর্ণিত আছে। এটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমিত। তাও এভাবে করতে হবে, যাতে স্থায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি না হয়ে যায়। আজকাল জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে প্রচলিত ঔষধপত্র ও ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কতগুলো এমন, যদ্দারা সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরীয়তে কোনক্রমেই এর অনুমতি নেই।

وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ—كشط-এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া খসানো। বাহ্যত এটা প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা, যা এই দুনিয়াতেই ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্য সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে যাবে। এই অবস্থাকে كشط -শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ লিখেছেন গুছিয়ে নেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে গুছিয়ে নেওয়া হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ—অর্থাৎ কিয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিতে

প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ সৎ কর্ম কিংবা অসৎ কর্ম---সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে---আমলনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোন বিশেষ পন্থায়। হাদীস থেকে এরূপই জানা যায়। কিয়ামতের এসব অবস্থা ও ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন যে, এই কোরআন সত্য এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে খুব হিফাযত সহকারে প্রেরিত। যার প্রতি এই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে পূর্ব থেকে চিনতেন, জানতেন। তাই এর সত্যতায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে পাঁচটি নক্ষত্রের শপথ করা হয়েছে। সৌরবিজ্ঞানীদের ভাষায় এগুলোকে خمسة متحيرة - (অদ্ভুত পঞ্চ নক্ষত্র) বলা হয়। এরূপ বলার কারণ এগুলোর অদ্ভুত গতিবিধি। কখনও পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে, অতঃপর পশ্চাৎগামী হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে। এই বিভিন্নমুখী গতির কারণ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আধুনিক দার্শনিকদের গবেষণা সেসব উক্তির কোনটিকে সমর্থন করে এবং কোনটিকে প্রত্যাখ্যান করে। এর প্রকৃত স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত আর কেউই জানেন না। সবাই অনুমানভিত্তিক কথা বলে যা ভুলও হতে পারে, শুদ্ধও হতে পারে। কোরআন মুসলমানদেরকে এই অনর্থক আলোচনায় জড়িত করেনি। দরকারী কথাটুকু বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ্র অপার মহিমা ও কুদরতের এসব নিদর্শন দেখে তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আন।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ ---অর্থাৎ এই কোরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল, ফেরেশতাগণের মান্যবর এবং আল্লাহ্র বিশ্বাসভাজন। পয়গাম আনা-নেওয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশী করার আশংকা নেই। এখানে رسول كريم বলে বাহ্যত জিবরাঈল (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের ন্যায় ফেরেশতাগণের বেলায়ও 'রসূল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত সবগুলো বিশেষণ জিবরাঈল (আ)-এর জন্য বিনাদ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে ঃ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى - তিনি যে আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর, তা মি'রাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌঁছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে أمين -তথা বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কোন কোন তফসীরবিদ رسول أمين -এর অর্থ নিয়েছেন, মুহাম্মদ (সা)। তাঁরা উল্লিখিত বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সদর্থ করে তাঁর জন্য প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাহাত্ম্য এবং কাফিরদের অলীক অভিযোগের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ -যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উন্মাদ বলত,

এতে তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ —অর্থাৎ

তিনি জিবরাঈল (আ)-কে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নজমে আছেঃ فَاسْتَوٰى وَهُوَ

بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى —এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমন-

কারী জিবরাঈল (আ)-এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে আসল আকার-আকৃতিতেও দেখে-

ছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।